

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা কোষ

স্মারক নং ১৭(৬৪)-পিসি/স্ট্যাট-১/৮৪,

তারিখ ঢাকা, ১৯-৫-১৯৮৪খ্রীঃ।

প্রেরকঃ আন্দুল বারী তরফদার,
উপ-সচিব।

প্রাপকঃ জেলা প্রশাসক,.....।

বিষয় : পৌরসভা এলাকাভ্যন্তরে কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় প্রসঙ্গে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে, ১৯৭৬ সনের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৪২) অনুসারে ১৪-৪-৭৬, ইং (১লা বৈশাখ, ১৩৮৩ বাংলা) জমির ব্যবহারের ভিত্তিতে কৃষি জমির জন্য এক রকম হার ও অকৃষি জমির জন্য অন্য রকম হার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৮২ সনের ১৫নং অধ্যাদেশ অনুসারে ভূমি উন্নয়ন করের যে হার প্রবর্তন করা হয় তখনও কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার পরিবারের মোট জমির পরিমাণের ভিত্তিতে প্রগতিশীলভাবে এবং অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের প্রচলিত হার অত্র মন্ত্রণালয়ের ২৭-৭-৮২ইং তারিখের স্মারক নং ২৪৫/(১৯)-৮৫/৮২-এস,এ এবং ১৫-৫-৮৩ইং তারিখের স্মারক নং ৫৯(২১)-পিসি/স্ট্যাট-৫/৮৩ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হইয়াছে।

ইদানিং সরকার লক্ষ্য করিতেছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে অকৃষি জমির সংজ্ঞা সঠিকভাবে বুঝিতে না পারার জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে কেহ কেহ পৌরসভা এলাকার মধ্যে জমি হইলেই ইহাকে অকৃষি জমি ধরিয়া নিয়াছেন অথবা পৌর এলাকার অন্তর্গত সব উচু জমিকেই অকৃষি জমি ধরিয়াছেন। ফলে কৃষি কাজে ব্যবহৃত কিছু জমির ভূমি উন্নয়ন কর অকৃষি জমির আবাসিক হারে ধার্য করা হইয়াছে। ইহা সরকারী নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পৌর এলাকার মধ্যে উচু জমি হইলেই যে অকৃষি আবাসিক জমির হার অনুসারে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিতে হইবে এমন কোন বিধান নাই। জমিটি উচু (ভিটি) জমি হইলেও যদি ইহা প্রকৃতই কৃষিকাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হইলে কৃষি জমির জন্য নির্ধারিত হার অনুসারেই ইহার ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করিতে হইবে।

অকৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ এবং শহর এলাকায় কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কে সরকারী নীতিমালা নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইলঃ

- (ক) শহর তথা পৌর এলাকার অন্তর্গত শিল্প/বাগিচা/আবাসিক কাজে ব্যবহৃত জমি অকৃষি জমি হিসাবে নিতে হইবে।
- (খ) শহর বা পৌর এলাকায় কোন জমি যদি অকৃষি জমি হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পতিত রাখা হয় তবে উহাও অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী উহাদের ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারিত হইবে।

- (গ) শহর বা পৌর এলাকা বহির্ভূত কোন জমি যদি শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত হয় তবে উহাও অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।
- (ঘ) শিল্প/বাণিজ্য/আবাসিক অথবা অন্য কোন অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য অধিগ্রহণকৃত বা সরকার হইতে বন্দোবস্তকৃত অথবা শিল্প/বাণিজ্য/আবাসিক এলাকা বলিয়া ঘোষিত অঞ্চলের সব জমিও অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে। সেইসব জমি সাময়িকভাবে উদ্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত না হইলেও উহাকে অকৃষি জমি হিসাবে বিবেচনা করিয়া ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য করিতে হইবে।
- (ঙ) শহর বা পৌর এলাকায় কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমির ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ :- পৌর এলাকার অন্তর্গত কোন জমি যদি বরাবরই প্রকৃত কৃষি পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং (ঘ) অনুচ্ছেদভুক্ত জমি না হয় তাহা হলে সেই জমিকে স্থানীয় রাজস্ব অফিসার গুনানির পর কৃষি জমি হিসাবে বিবেচনা করিতে পারেন এবং সেই জমির ক্ষেত্রে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার প্রয়োগ করিতে পারেন।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

স্মারক নং ১৭/১(৮১)-পিসি/ষ্ট্যাট-১/৮৪,

তারিখ ঢাকা, ১৯-৫-১৯৮৪ইং।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ

- ১। আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক।
- ২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ঢাকা।
- ৩। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। কমিশনার/ভূমি সংস্কার কমিশনার/উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার।
- ৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)।
- ৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব।

স্মারক নং ১৭/২(১)-পিসি/ষ্ট্যাট-১/৮৪,

তারিখ ঢাকা, ১৯-৫-১৯৮৪ইং।

অবগতির জন্য অনুলিপি দেওয়া হইলঃ

- ১। সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।

ইহার সহিত তাঁহাদের ৫-৩-১৯৮৪খ্রীঃ তারিখের স্মারক নং মপবৈ-৬-৮৪-১০৭-মপশা এবং অত্র মন্ত্রণালয়ের ৪-৪-১৯৮৪খ্রীঃ তারিখের স্মারক নং ৯ পিসি/ষ্ট্যাট-৫-৮৩ এর সম্পর্ক রহিয়াছে।

স্বা/- আব্দুল বারী তরফদার
উপ-সচিব
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।